ভন্ডামীর বন্দনা

বাড়ন্ত ভন্ডামীকে এখন আর ভয় করি না
আমি জেনে গেছি মিথ্যার বেসাতিকেই মানুষ মূল্যবান ভাবে।
কতকটা মনুষ্য রাখতে নিজেকে স্রোতে ভাসাই আজকাল
বিলকুল সব ভুলে।
জেগে থাকা বিবেককে ঘুম পাড়াই লোকাল অ্যানেসথেশিয়ায়।
শ্বাপদ কতটুকু ভয়ংকর! দ্বিপদ মানবের চেয়ে বেশি নয়!
রীতিনীতির ধার না ধেরে কেবল আখের গোছানো
এর নাম ই আধুনিকতা,
যদি থাকে প্রগলভ হাস্য-লাস্যের ভণিতা
আমি জিতে নেব বৈরী যে কোন আবহাওয়া
মন জানবে তখন আমিও হয়েছিলাম "মনবণিতা";
নিজের কাছে হলামই না হয় একটু নীচু
বিনিময়ে মিলে যাবে কিছুমিছু
এভাবেই চলছে সময় ও জীবন
বুকের তলদেশে যদি চলে ক্ষরণ
তাকে চেপে রাখো পাকা অভিনয়ে মেয়ে
যে কোন মূল্যে সাফল্য
আর কিছু দামি নয় তারচেয়ে।

(০৫.০১.০৯)

বিকল্প পলায়ন

বিকল্প পলায়ন খুঁজে মন দেহ
হাজার বন্ধনের পতন হতে, - জানি নিস্তার আছে
আমারই দু'বাহুতে অথবা
সহস্র মানুষের সংযোগে আবারো কোন অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে।

বিষণ্নতার দহন কুরে কুরে খায়
এভাবে আর কত যামিনী যাপন করা যায়??
নীতিপরায়ণ মন রূপের দৈর্ঘ্য ছাপিয়ে
খুত পিপাসার অনুভব করে গচ্ছিত
রেখে যাত্রার ঢঙে নিজেকে সজ্জিত

কেউ জানে না এ আগুন আমার ছিল
বাতাসের অভাবে তার জেল্লা আজ ম্লান
যৌবনের সম্মিলিত ঐকতান হলে
সেও গাইতে পারে লৌহ কপাট ভাঙ্গার গান

আগুনকে তাই মুক্ত করে দেই
সে হয়ে উঠুক যৌবনের উন্মাদ অনুচর
অবনত ইতিহাসের কলম ছুঁড়ে
আগুন খুঁজে নিক তার উপযুক্ত উনুন।

(১৫.০১.০৯)

বিস্রস্ত ভাবনার আড়ালে

নীল বিষাদ যখন মুক্তোর মালা,
তখন কি আর বাড়ে জ্বালা!
প্রখর সংবেদ প্রবাল জমাট,
লজ্জিত সত্তা দরাজ, খোলা হাট -
অদৃশ্য মানবের মতো হামাগুড়ি
এবং বেঁচে থাকা কঠোর অবজ্ঞায়,
কিছুতেই জাত না যায়।
মস্তিষ্কের সুষুম্নাকান্ডে পৌঁছয় না
কোন বার্তা কুৎসিত জীবন যাপন,
স্থির থাকি স্থির, কি ই বা হবে যদি
ছ্যাং ঢেলে গলায় বাজায় বাঁশী পাহাড়ি জন!
কমলা আকাশ নির্বীর্য হাওয়ায়,
রুদ্ধ করে শ্বাস, আমাকে করে জিজ্ঞেস,
"মেয়ে তুমি কেন এত উদাস?"
ক্লান্ত রাত জমায় জঞ্জাল,

ভাসে না জলে নৌকা,
উড়ে না পাল।

সময়, তুমি আমার কাছে তবু কি চাও?
কালের দেয়ালে কানামাছি খেলিয়ে
কি এত মজা পাও??

(২১.০১.০৯)

পতঙ্গ হয়ে ঝাঁপ দেই ভাবসাগরে

সূর্যের নিচে কখনো কখনো ছায়া পড়ে,
চাঁদের নীচেও তাই- নিজস্ব আকৃতির এক টিমটিমে প্রতিফলন,
নিকোটিনের বলয়ে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের আকুতি ভেবেছি বদলেছি
সুরার পাত্রে দিয়ে চুমুক মনে করেছি এবার তো বিলকুল ভুলেছি
নিকোটিন যায় সুরা যায়, যায় ডায়াজিপাম, সিরাপ আরও কত কি!!
নির্ঘুম রাতে জেগে থাকি হতে তোমার ফাল্গুনের প্রথম ভৈরবী....

তুমি আসো না, স্বপ্নের হাতে হাতকড়া, উপল স্রোতের ক্ষয়
সব ঘুচে যাবে মুছে নেবে তোমার ভালোবাসার রুমাল
আমার বুকের সেই এলাকা যা ছিল মরুময়

(১৩.০২.০৯)

হারিয়ে গেল আমার হাতে রাখা তোমার হাত

বড় বেশি সতর্ক আমি
সেই ছোট্টবেলা থেকে কিছুই হারায় না আমার
না স্মৃতি, না কোন বস্তুগত জিনিস
মস্তিষ্কের ড্রাইভে থরে থরে সাজানো আনন্দ বেদনা আখ্যান
ভুলি না একবার শোনা ফোন নাম্বার অথবা দেখা কোন মুখ
প্রতিটি মানুষ, এক একটি রাষ্ট্রীয় বৈচিত্র্যে ধরা দেয়
কত কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক, উপহার আছে মনের গোপন ঘরে
আজ আমি বেহিসেবী হতে গিয়ে
আজ আমি তোমাকে না পেয়ে উদ্বায়ী জলের মতো হাল্কা
উড়তে গিয়ে, তোমার দেয়া ভালোবাসার ব্রেসলেট কোথায় যেন
ফেলে এলাম; এ যেন শক্ত করে ধরা তোমার হাত
আমার হাত হতে আমারই দোষে পিছলে যাবার নামান্তর

(১৪.০২.০৯)

নব্য জাতে উঠা ফকীরদের ভালোবাসা দিবস

বইমেলায় তখন দমবন্ধ ভীড়
শাহবাগ থেকে টিএসসি হয়ে বইমেলা পর্যন্ত
নব্য জাতে উঠা ফকীরদের ভালোবাসা দিবস
উদযাপনের কাঙ্গালপনা সব থামিয়ে দেবার উপক্রম,
কোন কাজে যাব, বা কারও কটুকাটব্য থেকে মুক্তি
পাব, কোথাও নেই কোন উপশম।
রাস্তা আটকে কেউ কেউ কপোলে আঁকছে উল্কি,
নিজের অজান্তে এসব দেখে হেসে উঠি মুচ্‌কি;
এত এত মানুষের একজনও জানে না
আমার দেহজুড়ে আজ কার দেয়া চিত্র ছাপ
কতটা গহীনে চলেছে তোমার দোর্দন্ড প্রতাপ!

যুবা, তরুণ কতজনে আমায় কত কি বলে যায়,
ফিরিয়ে দেই শুধু রহস্যময় হাসি,
এ ভূ-লোকের কোথায় জন্মেছে কে
যে আমাকে বুঝবে ভালো তোমার চেয়ে!

এ রাতে ঘরে ফিরে আবার নিজেকে নিরাবরণ করে
দেখি উল্টেপাল্টে, কিভাবে বুঝাই এমন মানুষে
যায় না এ মন যেখানে শরীর, কেবল শরীর চাটে!

দেখে শুনে বুঝে নদীজল যখন আমারই ভেতর ডুকরে কাঁদে,
সান্ত্বণার ফাঁস ভেসে উঠে, আমি তো বাঁধা
কাঙ্ক্ষিত এক ভালোবাসার মায়াময় ফাঁদে।

(১৪.০২.০৯)

স্পর্শের ছন্দ

কিভাবে ছুঁয়েছিলাম তোমাকে সেই সন্ধ্যা উত্‌রানো তরুণ রাতে?
জানার আগেই অনুভব করি তোমার পনির দেহ গলছে
আমার আগুন হাতে।
আমি বিশ্ব সংসার এবং সময় বাজি রেখে ছুটি
তুমি আমার বুকে মুখ ঘঁষে খুঁজছো তখন নিভৃতি।
কোলাহল দূর থেকে আরো দূরে,
শুধু আদরের ছলাৎ জল ঢেউ ভাঙ্গে -
দু'টি উষ্ণ শরীর জুড়ে
পাখির বাসার মতো বুনে যায় তারা
ভালোবাসার আকাশজয়ী আখ্যান
স্পর্শের ছন্দে...

(২৫.০২.০৯)

আমি পলাতক আছি

আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি - টিভি থেকে, অসংখ্য ছবিযুক্ত বন্ধুদের ই-মেইল থেকে
আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি খবরের বোঝা বা উত্তেজনা থেকে
নিজের মুখোমুখি হতে আমার ভয় হয়
বিশেষ কোটায় যখন নিয়োগ পায় তিন বছরের অধিককাল ধরে কোন বাহিনীতে
আমি তাদের "আদর্শ" (!) থেকে মুখ ঘুরিয়ে উল্টো হাঁটি
আমার মাদ্রাসা মসজিদ ধর্ম সব আজ মিথ্যা লাগে
ইচ্ছে জাগে না কী-বোর্ডের ঠকঠকে উগড়ে দিতে অনেক বিশ্লেষণ
লিখে কি হয়? ফেরাতে পারি প্রাণ?
লিখে কি হবে - পরিষ্কার করতে পারব একটি কলুষিত মন?
আমি কার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হব, কাকে দেব দুয়ো
আমার বুকে শোক নেই, নেই বাড়বানল
কাকে তাক্ করে আঙ্গুল দেখাব?
কাকে টেনে নেব আলিঙ্গনে??
আমি পাথর পড়ে রই, আমার শোকে আমার বেদনায়
কেউ ছেড়ে দেবে না দেশের সাথে বেঈমানী,
আমি আনতে পারি না গত একটি প্রাণ কে ফিরিয়ে
কারও মস্তিষ্কে জেঁকে বসা অহেতুক ধর্মোন্মাদনা
মুছে আমি গেঁথে দিতে পারি না মানুষকে ভালোবাসার কোন সুশীতল অনুভব;
তাই আমি পালিয়ে বেড়াই, এ শহরের কোন না কোন কোণে
দৈনন্দিন যাপনের ছলে
জীবন থেকে নিজেকে উইথড্র করার সিনড্রোম আমাকে ঘিরে
পাক খায় দিশাহীন যুদ্ধবিমানের মতো

(০৪.০৩.০৯)

৩১ এর কাঁদুনি......আমার বিষণ্ন জন্মদিন

কি দেবে -
ডায়মন্ডের নেকলেস, বাজারের স্টাইলিশ পোশাক,
মদ উড়ানো, সিগারেট পোড়ানো সন্ধ্যা
মুঠো টাকার কুটো খাবার নামি রেঁস্তোরায়??
কি দেবে তুমি আমায়??
হাত তালির শুভ জন্মদিন, তীব্র সঙ্গম
অথবা প্রিয় শিল্পীর গানের কালেকশন
একগুচ্ছ ভালো মুভির ডিভিডি!!
দুর্লভ ফুল যেমন ধরো রঙ্গন...
আর কি দিতে পারো তুমি?
আমি এসবের জন্য অপেক্ষা করিনি
কোনদিন এভাবে মরিনি
একটুকরো সাদা কাগজে দুটা লাইন পেলেও বর্তে যেতাম
ইথারে একবার টেক্সট হিসেবে এলেও তা আমি যতনে রাখতাম
ফোন এলে আমি আলুথালু হয়ে সেই অনবদ্য স্বর শুনতাম
একটু ভালো ব্যবহার এই তুমি আমাকে দিতে পারো ইসাবেলা
তোমার সাধ্যের বাইরে ভালোবাসা এই একত্রিশের বিভ্রান্ত "আমি"
কখনো আশা করে না।

(০৮.০৩.০৯)

তোমাকে লিখা আমার মনপত্র, ইসাবেলা

মানসিক নির্ভরতা, শারীরিক আস্থা- এ দুটো বিষয় যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। আমি তোমার উপর মানসিকভাবে নির্ভরশীল, সেই নির্ভরশীলতা তোমারই দেয়া আদর মমতা ভালোবাসায় শরীরি নির্ভরতাতেও রূপ নিয়েছে। তুমি কি ভাবো আমি কোন অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে তোমার মুখাপেক্ষী হই? তুমি ই কি কোন স্মৃতিকে সমুন্নত রাখতে আমার শরণাগত হও? উত্তর 'না'। তোমার ভেতরে একধরনের আনন্দের অণুরনন ঘটে যখন তুমি টের পাও তোমার জন্যে কেউ দগ্ধাচ্ছে। এভাবে তুমি ভালোবাসার পরীক্ষা নাও।

তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে অথবা তোমার প্রতিটি ইঞ্চি হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করছে - এমন কথা তোমার চেতনার জগতে কোনই আলোড়ন তুলবে না, আমি সেও জানি। অনেক অনেকদির পর দেখা হলে, যখন অপক্ষো করতে করতে আমার ডানা থেকে মুছে যাবে প্রতীক্ষার শেষ রোদটুকুও, বিষণ্নতা যখন কালো বোরখায় মুড়ে দেবে আপাদমস্তক, তখন তুমি আমাকে শ্বাস বন্ধ হবার মতো জোরে জড়িয়ে ধরবে, মন চাইলে আদর করবে। তোমার খেয়ালী ভালোবাসা আমাকে অসুস্থ অসুখী করে রাখে, তুমি টের পাও না; পেলেও বুঝতে চাও না। বুঝলে বলো, আমাকে ছেড়ে দিলেই হয়! হয় তো কত কিছুই। বিশাল পৃথিবীর কোথাও কিছু থামে না, কারও অনুপস্থিতিতে, কোন একটি বিশেষ অণুঘটকের অভাবও কোন না কোন বিকল্পে মানুষ মানিয়ে নিতেই পারে। তোমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। আজও চাই; তুমি ও আমাকে ভালোবাসো কিন্তু অতিমাত্রায় সংবেদনশীল আমার মন তোমাকে তিতিবিরক্ত করে তোলে।

এই দূরত্ব অতিক্রম করে তোমার কাছে কিভাবে পৌঁছাবো?
এই দিনগুলো তুমিহীনা কিভাবে পাড়ি দেব?
বিচ্ছিন্নতার করালগ্রাস আমার মনোভূমি স্থৈর্য্য সব রক্তাক্ত অশ্রুসিক্ত করেই যাচ্ছে।
তুমি কি আমাকে নেবে?
আমি কি তোমাকে পাবো দু'হাতের আলিঙ্গনে?

(২১.০৩.০৯)

তুমি আমার ভাগ্যে নেই, করতল পঠন শেষে বয়ান, ইসাবেলা

করতলের বিন্যাসে হাত রেখে, শখের জ্যোতিষী বলেছে- বড্ড জটিল এই হাত; একটি ভালোবাসাও পূর্ণতা পাবে না, যাকে বুকের কাছে রাখতে চাইবেন, জানা থাকবে না তার ঠিকানা।
আমি মুচকি হেসেছি।
বলেছে, আয়ুরেখা না কি ভীষণ লম্বা, আমি বটগাছ হব সব দীর্ঘ সময় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
আমি নীরব ছিলাম।
এই ভবিষ্যদ্বাণী স্পন্দিত হৃদয়ে অবহেলে রেখে পাশে
মানবিক চোখ-কান খুলে দিয়ে, নিজেকে করেছি
নিঃঝুম আকাশের চেতনালব্ধ সাগর।
ভেবেছি কর্মেই জয়, ভালোবাসাতেই অবরুদ্ধ প্রাণ
খুলে দেবে অলিন্দের সবক'টা কুঠুরী- বাধাহীন বইবে বাতাস প্রতিটা দিন।
হয়নি কিছুই।
দু'কাঁধে দু ফেরেশতা ছাড়া কোন সঙ্গী নেই, এতটাই অনুচ্চারিত থাকে
মনের কথা যে বাক্যবিনিময়ে হারাই না খেই।
একটা বাণী অবশ্য মিলে গেছে হুবহু - মুড়ির টিন বাসের মতো
ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে জোড়াতালির শরীর কিংবা পরমায়ু।

সোনালী সন্ধ্যায় মনে মনে তোমাকে স্মরণ করে বিদ্যুতগোচরহীন শহরে আমি ঘরে ফিরি, আমার দু'পকেটে দু'টা বিধবা মোবাইল ফোন, আমার চেহারায় বিষণ্নতার পাউডার সেঁটেই থাকে অণুক্ষণ।

একজন মানুষের উষ্ণ বুক, কোমল ছোঁয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করি, অপেক্ষা করি কোন সাধারণ কুশল বিনিময়ের, আমি একবুক ঢং নিয়ে আবারো রং তামাশায় মাতার অপেক্ষা করি; আমি তোমার জন্যে বড় নির্মম অপেক্ষা করি; অপেক্ষা করি পৃথিবীকে সেদিনটির কথা জানাতে যে-দিন আমি কলরবে চিৎকারে বলতে পারবো-

আজ বেশ ভালো আছি
শরীরের কোথাও ব্যথা নেই
মনের প্রতিটি শাখায় তুমুল আনন্দ স্রোত
আজ নতুন শব্দ গান
পাথর-কাতর দিনের অবসান
বৈরাগ্যের কৃষ্ণ কান্না মুছে দিয়ে
ছন্দ-বর্ণে ভৈরবীর ঐকতান

এটুকু বলতেই তুমি জিজ্ঞেস করবে "কেন"? তখন আমি তোমার দু'হাত ধরে ভেতরে এনে বলবো, " তুমি আসবে বলে"

প্রতীক্ষা/ অপেক্ষা করে যাই, একটি এসএমএস, ৪৫ সেকেন্ডের ফোন অথবা একটি ই-মেইলের। সাময়িক।
ক্লান্ত হই, না পেয়ে 'আস্ত" তোমাকে।

তোমার মুখে "অসহ্য" শব্দটা দারুণ মানায়, তাই শুনতে হয়তো এত ঢঙ করি, করি কুহুরা। আমার কাছে আর কোন বিকল্প নেই তোমার কাছে পৌঁছানোর। আমার মন চিঠি তোমার হৃদয়বাক্সে রাখলাম, দ্বিধার বাঁধন সরিয়ে।

(২২..০৩.০৯)

যে আমাকে, তুমি ভালোবেসেছিলে

ভালোবেসেছিলে শিল্পী আমাকে-
যে হাজার মানুষের মাঝে একা,
যে নিজের ভেতর ডুব দেয় চোখের পলকে,
যার নিযুত বেদনও যায় না দেখা।

তাকেই চেয়েছিলে আপন করে -

যে মাসকাবারী বেতনের হিসেব নেয় না
বরং পূর্ণিমার পঞ্জী তোমাকে জিজ্ঞাসে আশ্লেষে
যে শাড়ি-চুড়ি-গহনার বিন্যাসভেদি দুর্দান্ত একটা বই
আব্দার করেছে তোমার কাছে, রাখতে তার বুককেসে।

মন্ত্র পড়তেই তুমি ভুলে গেছো তার 'পরিচয়'
তার শিল্পীসত্তা এখন
তোমার বিদ্রুপের পাত্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

তার 'আত্মমগ্ন' ভাব, তোমার কাছে অবহেলার অভিশাপ।
তার জাগতিক ঔদাসীন্য, তোমাকে রাখে বঞ্চিত, খিন্ন।

তুমি ছাঁচের নারী চাও, তবে কেন আগুনে হাত বাড়াও?

'তার' শরীরে শতাব্দীর অগ্নিকোপিন
সাবধান না হলে, পুড়ে যাবে চরাচর, টেরও পাবে না।

(২৮.০৩.০৯)

এই ছোট আত্মাটা

এই ছোট আত্মাটা মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে
তোমার আত্মার সাথে চেপে বসে থাকতে।
কোন শব্দ নয়, নয় কোন ভঙ্গীমা
শুধু স্পর্শের জটিল নদী তোমার-আমার
অকথিত বার্তা বয়ে নিয়ে যাবে মমতায়;
অবসর নেই এসব কোনকিছুর. কালপ্যাঁচার পকেটে
দুলে ঘড়ির পেন্ডুলাম,
জীবিকা চায় না শুনতে কোথায় কখন ভালোবাসিলাম।
বসে থাকি তবু সবুজ দাওয়ায়, শীতল হাওয়ার পাখা হাতে,
তোমার পথের সঙ্গী হতে,
এই এত্তটুকুন আত্মাটাকে রেখো না আর তফাতে।

(১০.০৪.০৯)

ষাঁড়ের হাতে ভোকাট্টা লেজ

যদি পারো আমার বিপন্ন মস্তিষ্ক থেকে অশান্তির পারমাণবিক উপাদান
ফুৎকারে সরাও;
নিজেকে খুঁড়ে খুঁড়ে যতই আনি চন্দন,
ষাঁড়ীয় মদমত্ততায় ক্ষুণ্ন হয় আমার সব আয়োজন।
শান্তির শেষ বিন্দুটুকু মুছে নিয়ে বৈশাখী তাপ
মননে দিয়ে যাচ্ছে শুধু সামাজিকতা রক্ষার চাপ।
দু'হাতে শৈবাল শূন্যতা, নিজস্ব দু'পা সম্বল
বন্ধু না, শত্রু না, সম্পর্কের নির্যাসহীন পথচলা,
কাকে কেন অভিযোগ বলা!
তাই ক্ষান্ত আজ খরতাপের হাহাকার,
তুমি ক্রমে আঙ্গুল ধরে আলিঙ্গনে জুড়াবে প্রাণ
জানি ইসাবেলা আমার।

ষাঁড় থাকুক অক্ষম খোঁয়াড়ে, খেলুক স্বার্থের প্যাঁচ
বেশি টানে সুতো ছিঁড়ে, তার হাতে থাকবে
একমাত্র ভোকাট্টা - ঘুড়ির লেজ

(১৯.০৪.০৯)

দুধগঙ্গা আকাশে ভাবনার ছায়া

ভাবনার বংশলতিকা নেই, ডালপালা হাত পা কিছুই নেই।
তবু সে হাঁটছে সেই আদম হাওয়ার যুগ থেকে নিঃশব্দে,
অনুকূল প্রতিকূল সব পরিবেশে।
একটি মুহূর্ত (এক মুহূর্ত মানে কতটুকু সময়?) আমি তোমাকে ছাড়া
থাকতে চাই "ভাবনা"। আমার রণরঙ্গিনী, বিষাদের সঙ্গীনী
তুমি হবে না; 'শূন্য' বিস্তারে ভেসে থাকব, আলোর ভেতর যেমন
রশ্মস ধূলিকণা নির্ভেজাল ঘুরপাক খায় তেমন।
নিউরণে নিযুতবার ধাক্কা দেবে না সাম্প্রতিকতম অপ্রাপ্তির তালিকা
কিংবা অসম্পূর্ণ কাজের ফিরিস্তি,
অনুসরণ করবে না আমাকে যত্রতত্র।
'ভাবনা' আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না, চাই না করতে গুম খুন
শুধু সামান্যক্ষণের জন্যে হলেও মুক্তি চাই, যদি পাই
নিশাদলের সাথে উবে যাব সেদিন দুধগঙ্গা আকাশে।

(২২.০৪.০৯)

শূন্যতার পথে একধাপ

যত কদম পা ফেলেছি তার সবটাই শূন্যতার পথে,
অনুভূতির পাহাড় চিরে যে ঝর্ণার পতন তাও
এক অতল গহীন খাদে; মাঝে মাঝে শিউরে উঠি
এমন নিকষ নিরাবলম্ব অস্তিত্বের অবয়ব দেখে,
জিজ্ঞাসি এমন জীবন কি নিয়েছি আমি সেধে?
রক্তগোলাপে নীলের ছড়াছড়ি,
চারিদিকে খরতাপে সঙ্গমহীনতার কড়াকড়ি, শরীর দেউড়ি
ছেড়ে দেই উষ্ণ বাতাসে; সব স্বেদ ঝরে গেলে আসে
প্রান্তিক শীতলতা, শামুকের সৌর্যমুক্ত খোলসে
গুটিয়ে যায় আমার সকল কথকতা;
তোমার আঙ্গুল আলিঙ্গনে নিবিষ্ট হয়ে বসি,
তোমারই দেহ মেঝেতে। তরাস কম্পনে জাগে - না পাবার দিন,
শুধতে আদি ঋণ, তোমাতে নত হই ভালোবাসার-ই তরে।

(২৯.০৪.০৯)

বর্তমান-অতীত বা ভবিষ্যতের একটি রাত : 'ভালোবাসা' তোমার গ্রীষ্মতাড়িত করতলে

বাতাসে বাঁশ পাতার কাঁপন শহুরে আমার তেমন করে দেখার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু এ মুহূর্তে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে তোমার ল্যান্ডফোনে ঝঙ্কার তুলে, প্রবেশ করতে মন চাইছে, তোমারই একান্ত রাতঘুমে। মাঝে মাঝে অবুঝপনা নিশীথে পায়, তোমার পিঠে হেলান দিয়ে বসে আকাশ দেখার সাধ জাগে। নিষেধের বিবিধ প্রাচীর ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ততাকে টুঁটি চেপে ভাগাড়ে ফেলে দেয় নিমেষেই। হাঁটুতে থুতনি জমা রেখে প্রবল নির্বিকারত্ব বর্ষণে মনোযোগী হই নিজেরই বেহায়াপনাকে তাক্ করে। না পাওয়ার কোন অপ্রস্তাবিত শোক আমূল নাড়ায় না আজকাল। মুঠোফোনে, আন্তর্জালিক সামাজিকতাতে নিজেকে সমর্পণ করে কৃত্রিম ব্যস্ত তায় গন্তব্যহীন দৌড়ে নিজেকে যুতে দিয়ে সময় কেমন করে যেন পার

করেই ফেলি! বৈভব বিযুক্ত, পানসে জীবন ই বয়ে নেয়া সবচাইতে নিরাপদ আজ।
মানুষ একটি অ-মেরূদণ্ডী প্রাণী, যার মেরুদন্ড আছে সে নিজের কাছে ছাড়া আর সব জায়গায় হেরে যায় আলবাত।
পারম্পর্যহীন ভাবনার সুতো অবিন্যস্ত ফেলেই রাখি; তাদের সাজিয়ে জাতে তোলার অভিপ্রায় আমাকে আজ আর ব্যস্ত করে না। অলস মননে, প্রাণপ্রচুর্যে ভরপুর অতীতের শরীর ঝাড়পোঁছ করি। তুমি না থাকো, আমি না থাকি, আমাদের উত্তর প্রজন্ম যেন জানে তাদের পূর্বনারীরা সব জায়গায় হেরেও এই এক "ভালোবাসা"র কারণে জগতে মহাকাশ ছুঁয়েছিলো, বুকে ছিলো তাদের প্রেমের-স্নেহের-মায়ার এক আশ্চর্য ছায়াপথ। তোমার জন্যে "ভালোবাসা"র এই এক রাত "আমার মহামায়া"।

(২০.০৫.০৯)

পতনের ইতিহাস

নক্ষত্রের খাতায় লেখা থাকে পতনের দীর্ঘ ইতিহাস
তাম্রলিপির মতো, অনড় অক্ষয় অবয়বে
ব্যাঘ্রের অতৃপ্ত হুঙ্কার হরিণের চিত্রল তনু
কাঁপিয়ে তোলে বারবার, নক্ষত্র সেই সময়েরও দাবীদার
এ শুধু স্মৃতি কথন কিংবা নৈতিকতার ছেঁদোস্মরণ নয়
তীব্র গরম উগড়ানো শহরে রোমান্টিকতার স্বেদজর্জর বিন্যাস;
পাখির চোখে বাদলের আশ্বাস, মুগ্ধনয়নে কপোত স্তনে
সুবাস খুঁজে ফেরা, অতীতের যত হিসেব চুলচেরা-
আমরা ছিঁড়ে ফেলি প্রেমজ/ স্নেহজ,
মায়ামাখা কুঁচিকুঁচি শিলা বাতাসে;
শুদ্ধ খাদে পড়ার কথা লিখা থাকে নক্ষত্রের খাতায়,
ইউরেনিয়াম লিপির ইতিহাসে।

(৮.০৬.০৯)

মেপে চলা প্রিয় পদচিহ্নগুলি

শেষের উপান্ত সংগ্রহ চলেছে বেশ অনেককাল
খুঁজেছি যে কোন সমস্যার সহজ নিদান
জলের প্রতি রেখায় যখন কুমির টান
সেখানে জমাট বাঁধবে কি করে স্বস্তির প্রবাল?
এদিকে ধার ঐদিকে তীক্ষ্ণতা, আগুন শলাকার
বাল্মিকীর বাণপ্রস্থে, গেরুয়া বসনে
মেটে কি বাঘের আয়োজন মাংস পানাহার!
শরীরের জবাব শরীরে, মনের জবাবে পাথর প্রত্যাঘাত
ডুবে যায় হাঙ্গর স্রোতে মায়ায় জড়ানো হাত।
নৈতিকতার রঙ্গীন ডঙ্কা বহুরূপীর ছিনালপনা
কে কতটুকু সুবিধায় নিজেকে বিকোয় সে আছে আমার ভালোই জানা;
তবু কবুতর শুভ্রতা, ফুলের পবিত্রতা, মানতের সুতো কষ্টের বরফগিরি,
ভাঙ্গনের চাইতে নিস্পৃহ অবস্থান শ্রেয় - নিজের সাথে
এটুকু বোঝাপড়া অথবা কারিগরী - মানিয়ে নেই।
রাধাচূড়া বিছানো পথে কৃষ্ণের ছায়া
আমি মেপে চলি তোমারই দেয়া
প্রিয় পদচিহ্নগুলি...

(১৪.০৬.০৯)

তাপ তৈজস, মরুভূ-তে ধূলির শয়ান

পাখির পালক পড়ে থাকে ধূলির শয়ান
বরষার আবাহন মন্ত্র কে গাইবে
বেঁচে থেকেও যারা নিয়েছে মৃত মূঢ়ের মুখ
স্রষ্টার সাধ্য কি তাদের জাগান!

হায় নীপবন, হায় মেঘগগন, পাতাতে নাচা জলের জয়ভার
কৃত্রিম সভ্যতা সব ই ধ্বংসের রূঢ়তায় করেছে সংহার।
দীর্ঘ সূর্য ঢেলে যায় তাপের তৈজস
কালিদাস জানে না, কেন তার এমন রোষ।

ছায়া নেই, হাওয়া নেই, নেই শিকড়ের টান
কোথাও বসে রাখাল আর বাজায় না বাঁশী
গায় না উদাস দুপুরে মন কেমন করা গান

যে গাছ করেছে আদম হাওয়ার লজ্জা নিবারণ
পেয়েছে আহার, চিকিৎসা বাসস্থান
তার অঙ্গে দুর্বৃত্ত হাত নিষ্কম্প কুঠার চালান।

মাটিতে আগুন, মেঘের তরে বিলাপ করে আকাশ
মন পোড়ে না কঠিন প্রাণ মানুষের, করে না এতটুকু হুতাশ
তারা জল স্থল অন্তরীক্ষ সব ফুঁড়ে শুধু বানাচ্ছে বর্গাকৃতি আবাস
বুরবক বেনিয়ারা "উন্নয়ন, রক্ষা" ইত্যাদি নামে
শ'কোটি টাকার প্রকল্প নামান, পাখির পালক করে যায়
প্রায় সমাপ্ত মরুভূ-তে অন্তিম শয়ান।

(১৯.০৬.০৯)

বন্ধুর জন্যে তাৎক্ষণিক ছড়া

১.
তুমি যখন পাতায় পাতায়
আমি তখন শিরায়
তোমার আমার প্রেম ছিল না
বুঝেছি মর্মপীড়ায়

২.
ভদ্রবেশী ভন্ডতে
ভরে যাচ্ছে দুনিয়া
কি লাভ আর হবে বলো
প্রেমের কথা শুনিয়া??

৩.
লিখতে জানো বলতে জানো,
তোমরা অনেক সাংস্কৃতিক
কেউ জানে না কোথায় তোমার অন্ধতা
কোথায় তুমি কতটা সিক্

পুরুষ হয়েছো খেলছো অনেক
মানুষ হওনি দু'চোখে তাকিয়ে দেখ

৪.
তুমি সুদর্শন তুমি প্রচলিত ভালো ছেলে
তোমায় দেখলেই নারীরা পড়ে হেলে
এমন ভাবনা নিয়ে চলো দিনমান
জানলে না প্রেম জানলে না ভালোবাসা
পেলে না "মানুষ" হবার সম্মান

৫.
তোমার আছে শতেক ছলচাতুরি,
সাথে হাজার কথার ফুলঝুরি
মিথ্যার মাঝে তোমার চেতনার
লুপ্ততা বারোমাস
তুমি জানলে না সত্যের সাথে
কিভাবে করতে হয় প্রিয় সহ-বাস।

(০১.০৭.০৯)

চিল মন, স্বপ্নের বিকেল, ভাবনার চায়ে ঠান্ডা হাওয়া...এলোমেলো

দ্রাঘিমার লেজ মরা কটালের পেটের ভেতর
হরিণ শিং এ উঠে যায় গাছের বাকল
অবিন্যস্ত মেদুরতায় তখন জীবনানন্দীয় শব্দের টিপটিপ জ্বলে যাওয়া
দূর আকাশের কোন নক্ষত্রের যমজ হয়ে;
এদিকে খররোদ তো ঐদিকে সর্ আঁধারের নিরেট বুনন
আমি শুধু দেখতে চেষ্টা করি তোমার মনোভাব -
পুরোটাই বিষণ্নতায় ছাওয়া, কাঠামোবিহীন সরণীতে গন্তব্য!
কঙ্করাকীর্ণ। তারও বেশি উড়ে যায় ধূলোর চাদর,
এখানে কেবল "আমার ঘর" ঐখানে "আমাদের"
পারিবারিক "গোর"। অষ্টধাতুর মঙ্গলে
দেব-দেবী নাচেন মুয়াজ্জিনের পোঁ ধরে
ক্রুসেড অথবা নির্বাণ হবে না "ন্যানো" যুগের মানুষের
যতই বলি না "হরে কৃষ্ণ হরে"।
ছন্দের মাত্রাকাটা জীবনের দৌড় সার্
গাছের বাকলে নিঃসঙ্গ হরিণ করে যায় শিং ধার,
হয়তো সৃষ্টির আদি থেকে সমাসন্ন "অন্ত" পর্যন্ত....

(২৫.০৬.০৯)

বিষণ্নতার পেয়ালায় এক চুমুক.......

জমানাটা মোবাইলের বা ই-মেইলের না হলে পাতা পাতা চিঠি লিখা হতো, দশ বছর আগে হলে নিদেনপক্ষে আর্চিসের বা হলমার্কের কার্ডের লেনদেন হতো। আহা, সময়টা কি তখন ভালো ছিল? এই যে মেঘের চুল আঁচড়ে গাঢ় অন্ধকারের চিরুনি উঠছে নামছে, সেগুলো কেমন শব্দে শব্দে বাঁধা পড়তো! চিনে মাটির কাপে ধরে রাখা বিষণ্ণতাকে ছুঁতে সে একবার আসতো। এলোমেলো চুলে ঝুঁটি ঝাঁকিয়ে নির্ঘাত বলতো - এবার বিরহের দিন শেষ। স্বপ্নেরা শেষ কানাগলিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে.....জীবনানন্দ নিউরণে অণুরণন তুলে যায়, জমাট সরের মতো গহন মন খারাপ ক্রনিক ডিপ্রেশনের অশুভ হাতছানি দিতেই থাকে। সত্য হয়ে উঠে শুধু ১৩৩৩ অথবা প্রেম, জীবনানন্দের শব্দগুচ্ছ -

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব'লে প্রেম,- গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ ব'লে!
....
একদিন-একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
একরাত-একদিন করেছি মৃত্যুর অবহেলা।
একদিন-একরাত; তারপর প্রেম গেছে চ'লে,-
সবাই চলিয়া যায়,-সকলের যেতে হয় ব'লে
তাহারো ফুরালো রাত!- তাড়াতাড়ি পড়ে গেল বেলা
প্রেমেরও যে! একরাত আর একদিন সাঙ্গ হলে
পশ্চিমের মেঘে আলো একদিন হয়েছে সোনেলা!
আকাশে পুবের মেঘে রামধনু গিয়েছিল জ্ব'লে
একদিন;-রয় না কিছুই তবু,-সব শেষ হয়,-
সময়ের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময়!

নিজের কাঁধে নিজে ভর দিয়ে চলতে ক্লান্তি আসে আজকাল। ইচ্ছে করে এভাবে বলি-

নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,-সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া

তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!

বলা হয় না কিছুই।প্রতিদিনের দৌড়ক্লান্ত মনন ভাষার টুঁটি চেপে ধরে। বাঁ হাতের চেটোতে চোখ মুছে আমরা আবার ঝুলিয়ে নেই মেকি হাসি.....জলের কি ক্ষমতা কেড়ে নেয় আমাদের কৃত্রিম সুখের বিক্রম??
অন্ধকার কথা কয়,-আকাশের তারা কথা কয়/তারপর,-সব গতি থেমে যায়,
- মুছে যায় শক্তির বিস্ময়!

ভালোবাসা প্রেম তো এক শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। সে যখন কথা বলে না তখন এভাবেই বিষণ্ণতার আঁধার নেমে আসে। কেউ কেউ তাকে মন পেয়ালায় ধরে চুমুক দেয় আনমনে, আলতো ঠোঁট ছুঁইয়ে, আর ভাবে "মনটা কেন খারাপ লাগে?"

(১৬.০৭.০৯)

আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি........!

চৌদ্দ বছর, আর দেড় বছর যোগ হলে আমার যাপিত আয়ুর অর্ধেক- এতদিন আমি তোমাকে বহন করে চলেছি?? এত নিষ্ঠার সাথে?? যে কোন সংকটে মনের তোষণের জন্য কি নির্দ্বিধায় আমি তোমার দ্বারস্থ হয়েছি! তুমি উপদেশ দাও না, দাও উপশম। বারবার কতবার, শতবার, বা তারো বেশি তোমার সঙ্গ নিয়েছি। তুমি আপত্তি করোনি, স্মৃতির সাথে করোনি বেঈমানি, যখনই ডেকেছি তুমি এসেছো পরম বন্ধুর মতো - অনেকটা সময় আমি করে ফেলে ক্ষয়, বুঝেছি তোমার মতো বন্ধু আর তো কেউ নয়। হ্যাঁ, তুমি জীবনানন্দ। ১৪ বছর আগে এক ঝলমলে শীত দুপুরে তুমি রচনাসমগ্রের মলাটে এক সম্ভাব্য মনের দোসরের হাত হয়ে এসেছিলে আমার কাছে। তখন বড় আওড়াতাম তোমার কবিতা। সেই হতে পারতো দোসর জিজ্ঞেস করেছিলো "তোমার প্রিয় কবি কে? জীবনানন্দ?" কোন ভাবনা ছাড়াই তোমার নাম আমি উচ্চারণ করেছি - যেভাবে মানুষ তার পরম আত্মীয়ের নাম উচ্চারণ করে।
আহ! তোমার মতো কে বলবে এমন করে এইসব কথা -

আলো -অন্ধকারে যাই --মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, -- কোন এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয় শান্তি নয়--ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়, --পন্ড মনে হয়,
সব চিন্তা--প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়!

তোমার উপলব্ধিসঞ্জাত ভাবনা মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিজাতীয় ভাবনার পিদিম জ্বেলে দেয়, রেড়ির তেলে সে পিদিম জ্বলতেই থাকে। প্রেম আসে, আসে অ-প্রেম, ঘোর বনের সবুজ আসে, আসে বিরান মরু - তুমি সব বিমূর্ত ক্যানভাসে অক্ষরের বাঁধনে কি সুন্দর বলে দাও, আমাদের ভেবে নেবার স্বাধীনতা দিয়ে!
অ-কবি আমি কবি হয়ে উঠি, সুদর্শনের ডানায় সন্ধ্যা ঘনানো না দেখেও বুঝে যাই কেমন হবে তার রূপ।

কর্কশ হাতে কলম উঠে আসে, হয়ে যায় তোমার ছায়াদুষ্ট(!) নিজেরই শব্দের কার্নিভাল -

কতদিন হয়তো বা শতাব্দী প্রাচীন
অপেক্ষায় কেটে যায় নির্ঘুম সময়,
কপোলে জলের ছাপ এঁকে এঁকে বিলুপ্ত নদীর পাড় ঘেঁষা,
তোমার প্রবাল আঙ্গুলে অগ্নির নেশা;
সেও আমি মিটিয়েছি স্তনসম আকাশের বিজ্ঞান তলে
নক্ষত্র দেখবার ছলে।
মানুষীকে দেবার অভিযোগ নাই,
ঘৃণা-ক্রোধ-ভালোবাসা, এসব নিহত বৃক্ষের ডালে
কিভাবে পাই!
অনন্ত বিরান খরতাপে মাটির শিরা নেয় শুষে
নাগিনশ্বাসে - তোমার মুখ মানুষী দেখা দেয়

সবকিছুর শুরু ও শেষে
ঘুঘুর বুকের মতো অস্ফূট তরাসে।

আমি ফিরে যাই তোমারই ভাবনায় - ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,/অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,/ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে; আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,/আসিয়াছে কাছে,/উপেক্ষা সে করেছে আমারে,/ ঘৃণা ক'রে চলে গেছে-যখন ডেকেছি বারে-বারে/ভালোবেসে তারে;/তবুও সাধনা ছিল একদিন,-এই ভালোবাসা;

বৈরাগ্যের মতো বেহুল ভাবনা নিয়ে আবারো "ভালোবাসা"র দাওয়ায় বসে থাকি , তার শরীরের শ্বাসের রৌদ্রগন্ধী মনের স্মৃতি নিয়ে.........

(২২.০৭.০৯)

সামাজিকসম্ভবের সমান

বৃষ্টি বিকেলে তপ্ত মাটি জলের সে কি মাখামাখি
আমাকে জড়ানো তুমি, নিষেধ কাঠিতে দূরত্ব মেপে রাখি
জাগে না রক্তে রক্তে দৌড়ানো অক্সিজেন সংবাদ
বেহেশত যাবে বলে পাপ-পূণ্যের পাল্লায় তুমি করো
ওজন খুব ভারী বাটখারার তার নাম 'তফাত'।
বাদুর ডানায় কালো আঁধার নামে
শোলার মতো ছিঁড়ে যায় এই ফড়িং প্রাণ,
'ভালোবাসা' গুমরে কাঁদে স্বীকৃতিহীনতার যূপকাষ্ঠে
কিসের বিনিময়ে হব বলো 'দোঁহে' সামাজিকসম্ভবের সমান!
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাই তবু হাসি, জলে ডুবে যাই
সাঁতরে সাঁতরে আসি। নিপাট 'ভালোবাসা'র তরঙ্গ
যদি স্বর্গ না পায়, তাতে আর যার যাই হোক
তাকে কবি ফেলে দেয় গভীর কূপে নির্দ্বিধায়।
একরাতের নাইট কুইন, তারও কম ভালোবাসা
বুকে চেপে বেঁচে রই, স্মৃতির সুঘ্রাণ লেগে থাকে
দু'চোখে নিয়ে পাখির বাসা - নির্মাণের।

(০৯.০৮.০৯)

এখন প্রেম নেই

এখন প্রেম নেই, নেই ভালোবাসার অভিঘাত
এখন শুধু বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সংলাপ
সেচকৃত মাঠে সারি সারি চারা বপন
যেন চিটা না লাগে তারজন্যে প্রহরার রাত্রিযাপন

ধানের শীষের দুধ পোকায় না কাটে
তার জন্যে কীটনাশক স্প্রে সবল দু'হাতে

এখন ফসলের গান, এখন পেটের টান
এখন শস্যারতি, কাস্তের নীচে পুষ্ট ধানের পরাণ

(৩০.০৮.০৯)

অলস আঙ্গুলে অঙ্কুরোদ্গম

অলস আঙ্গুলে অঙ্কুরোদ্গম সে ভারী দূরাশা
ঠোঁটে ঠোঁট জপে সবুজ বৃক্ষ,
সংসার করতে পারে জনযাজক
কিংবা একটি সরল বাসা!
তুফান কন্যা ঘুম ভাঙ্গায়
স্বপ্নের বুকে আগ্নেয়গিরি,
বহতা নদে শ্যাওলা পড়ে না
গড়ে যায় ভালোবাসার দগ্ধ সিঁড়ি।
কতক দ্বন্দ্বে ধন্দ জমে রয়,
অর্ধেক পথ পেরোনোর পর জানা হয় -
সে আমার কিছুতেই নয়;
অলস আঙ্গুলের ফাঁকে হাতিয়ার বিবশ পড়ে রয়
রোদ জল মাটি ফিরে যায় বারবার
দেখা দেয় সম্ভাবনা অঙ্গুরোদ্গম হারাবার।
তুফান কন্যাকে পাবো বলে ওষ্ঠ ও মদিরার
বহুল সম্বন্ধ, অগ্নিশলাকার ধূম্রজাল করে অতিক্রম

পথপাশে ঠায় বসে আছি একত্রিশ বছর,
কবে ঠিক কবে সময় হবে তোর!
আমি যে আকাশ ছোঁব।

(১৯.০৯.০৯)

উদ্ধত নির্লজ্জ হলাম, মৃতের পায়ে লজ্জা ভেট্ দিয়ে

নৈঋতে কেন মুখ ফেরানো জানতে চাও,
কল্পলোকের গল্পগুলোকে বাস্তবের বঁড়শিতে নিষ্ঠুর হাতে টানাও
একেবারে টানটান।
মেঘের জঠর থেকে জল নামলেও কেমন করে না তোমার ঐ প্রাণ।

বাঁকা পাহাড়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়েছি নস্টালজিয়া,
মাঠকোঠা দিঘল হরিণের চোখে বন্ধক রেখে হয়েছি চক্রের ধারক;
এর মাঝে ঘুরে আসে সহস্র নীরব অনুযোগ,
বিদ্রুপের হুলোধ্বনি, আমার নির্জন কোরক
জনারণ্যে ছিঁড়েখুঁড়ে উড়াই ভস্মধ্বজা
কাদামাখা বুকে অস্ফূট শয্যা সাজা;
অনতিক্রম্য রাত ষড়যন্ত্রকারীর মতো মুখ ব্যাদান
সমুখে অমিত কুয়াশা, হিজিবিজি শরত দোকান
'ভালোবাসা' বন্ধু চেয়েছিলো।
জীবন উড়িয়ে লেজ চেয়েছে "লজ্জার ঘাগরা",
ভুলগুলো বেড়ে গেছে প্রতিদিন, সাথে হৃতকম্পন -
ঐ যে হয়ে গেলো "লাজদেবী"র তীব্র বিসর্জন।
অবশেষে আমি উদ্ধত নির্লজ্জ হলাম
মাসান্তের আলিঙ্গন মৃতের পায়ে ভেট্ দিয়ে।

(২২.০৯.০৯)

ওপরের খেলা সাঙ্গ হলে, মাছের নিরাপদ ঘুম জল

ওপরের খেলা সাঙ্গ হলে পেয়ে গেছি ভাব নিয়ে, মানুষ মুখে পুরে নেয়
খাবার শেষের মুখশুদ্ধি "মৌরি"।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিবলয়, তারও নীচের জল -
কিছু না জেনেই দেখে নিতে চায়
বৃষ্টি শেষের দৈবাত রঙধনু ওঠা আকাশ।
এলেবেলে ইলেকট্রিক, টেলিফোন, ডিশ্
আরও আরও তারে আটকে যায় মুক্তির বাতাস।
এরপর স্ক্রীনে স্ক্রীনে খোঁজা সম্পর্কের, নিরাপত্তার আশ্বাস।
চোখের জলে ভালোবাসার যে সুঠাম প্রকৃতি দেয়াল ছবি হয়,
তার চাইতে আপন কক্ষণো কিছু নয়;
মাছের নিরাপদ ঘুম জলেই,
মরে যাওয়া ত্বকে বৃশ্চিক দংশনই চমৎকার অনুভূতি,
এসব কোমায় চলে যাওয়া বিকেলে যদি আমরা আরেকবার মাতি,
বুড়ো পৃথিবীর তাতে হবে কি কোন নতুন ক্ষতি?
মানুষ প্রাত্যহিকতার হিসেব বোঝে,
বোঝে দুই যোগ দুই সমান চারের প্রমাণিত সত্যের কাটতি;
বোঝে না কেবল তার ই মাঝে ঘূর্ণি খাওয়া ভালোবাসার আর্তি।

(১৮.১০.০৯)

হ্রস্ব আনন্দের মৃত্যুপ্রবণতা

আনন্দ যা আমার কোটায় প্রাপ্য তা না কি তোমার কাছে
আর গচ্ছিত নেই।
তুমি এও বলো- এখন শুধু বেঁচে থাকা, এক বগ্গা বৈঠা টানা,
আমি কেন তা মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দেই!

ঘামের গন্ধ পাই, জেগে উঠি।
আমরা দু'জন নস্টালজিয়ার না হয়ে ভীষণ রকম বর্তমান হয়ে যাই।
সভ্যতার ক্লোরোফর্মকে লাশের সাথে গুম করে
ক্লোরোফিলে, বৃক্ষের জঙ্গলে
তোমাকে রাখি কিশোরী রাই।
আমার মৃত প্রাণে বারবার 'তুমি' নামক স্থলপদ্ম,
গভীর বিশ্বাসে সঙ্গমকালে ভালোবাসার কলেমা
তোমার প্রেমজ দেহের পরতে পরতে ছড়াই।

তুমি কি খোঁজো জানি, শরীর সরিয়ে তুলে দেই মনখানি
তোমার বসন্তপ্রবণ, শীতছোঁয়া আয়ুর অঙ্গুরীয়তে।

(০৭.১১.০৯)

কর্পোরেট ত্রাস

এইসব মৃত্যুর মতো সময়
কুয়াশার গর্ভ ভেদ করে
কখনো জন্মাবে না মনে হয়।
নৈঃশব্দের আড়ালে মরে যাওয়া শব্দদের ঘুঙুর ছন্দ
তাল কেটে কেটে, তাল কেটে
এখন করেছে আসা একেবারেই বন্ধ।
তবু প্রতীক্ষা রাখি প্রতিদিন
ছটফট করি বিস্মৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
আমাদের কোন গন্তব্য নেই,
দূরপালস্নার বীভৎস উৎসবে সর্বদা পড়ছি নুয়ে।
এরই নাম "সভ্যতা", এটাই আধুনিকতার অণুপ্রাস,
তুমি দম আটকে ছুটো
হঠাৎ রামধনুকে গ্রাহ্য করো না
শুধু হিসাবযন্ত্রে কড়ির নকশা কুটো।

আমাদের"আহ্" বলতে মানা
সভ্য জগতের অভিধানে নেই
"পারছি না" শব্দের আনাগোনা।

আমরা সব পারি- আমরা শুধু 'সত্যি' বাঁচা বাঁচতে পারি না।

আমাদের ক্রীতদাসত্বের উপাখ্যান কোথাও লিখা হয় না কালো অক্ষরে,
হারিয়ে যাওয়া শব্দ-ছন্দ জড়ানো ঘুঙুর খুঁজতে
আমরা অপেক্ষা করি প্রত্নতাত্ত্বিক তালাশের।
আমাদের বুকে মহেঞ্জোদারো হরপ্পার সুবিদিত ইতিহাস
যার পুরোটাই 'কর্পোরেট ত্রাস' এর।

(২৯.১১.০৯)

মৃত মানুষের আত্মা হতে

যে কোন ছায়াঘর ভেঙ্গে দিতে পারি নিমেষ কদর্যে
বিশ্বাসহন্তার কাব্য লিখতে খারাপ লাগে না।
প্রতি মুহূর্তে হেরে যাওয়ার বৃশ্চিক কামড় নীরবে গর্জে,
নিরুদ্দেশ আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী কিংবা বিশ্বশান্তির মতো
'সুকুমার বৃত্তি' লোপাট হলেও কথা বলি না;
আমার গায়ে আঁচ না লাগলে ভাবি ষড়যন্ত্র নয় তো তেমন পরিপক্ব
আপোসের সাথে আদতে আমার ভীষণ সখ্য
নিজের ভানের দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞার ধারালো কোণগুলো
ভোঁতা করে দেই;
ঘৃণার বেদীতে কৌশলে ফুল গুঁজে, নিজের প্রাপ্যটুকু খুঁজে
কেটে পড়াই আমার প্রিয়তম লক্ষ্য।
একদিন সুনিশ্চিত এ খেলায় হব দক্ষ।
তখন আমার সব থাকবে
শুধু আমার আলোয় জ্বলতো যে বাতি
তা বিষণ্ন হয়ে পড়ে থাকবে,
আলাদিনের চেরাগের দৈত্যের অপেক্ষায়।

(০২.১২.০৯)

মৌলিক অধিকার বনাম বেনিয়া বীজের ব্যূহ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাসরত মানুষের কয়েকটি মৌলিক অধিকার রয়েছে। যথা -

খাদ্য : আসুন সিন্ডিকেট গড়ে তুলি রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক। কেউ উৎপাদিত গম ফেলে দেবে সাগরে, আর কেউ অনুন্নত মহাদেশের তক্‌মা (যা বেনিয়াদের দেয়া) এঁটে ভিক্ষা মাঙ্গবে দোরে দোরে। খাদ্য আর অধিকার নেই, সে মুনাফা গড়ার প্রথম হাতিয়ার, কার আছে সাধ্য ভাঙ্গে সেই ব্যূহ, যে বীজ বপন করা আদি বেনিয়ার!

বস্ত্র : আদম হাওয়ার যুগে গাছের বাকল করেছে লজ্জা নিবারণ, তার দাম ছিল না তেমন। শতেক ছেঁড়া শাড়ির ফাঁকে রোদ খেলা করে, আবার অনেকে এক কাপড় একবারই পরে। তুমি ভোক্তা আছে তোমার ভোগের অধিকার, আমরা মাপব পকেটে আছে কড়ি কার। তুমি শীতে মারা যেতে পারো, তাতে নড়বে না টনক কারো। অধিকার তার, টাকা আছে যার- মূল্য চুকাও পণ্য নাও - এ নিয়ম তো সে ব্যূহ যে বীজ বপন করা আদি বেনিয়ার।

বাসস্থান : ধরণীর বুকে ছোট একখানা বাসা, ক্রমিক নম্বর তিন, মৌলিক অধিকার জেনে নিন। শহরতলী ডেভেলপারদের পকেটে, ভূমি দখল সবচাইতে লাভজনক ব্যবসা, সবাই বলে অকপটে। সেখানে বসুন্ধরা যমুনা, 'এ' দল 'বি' দল সব এক, তুই ভাই ভূমিহীন, তোর ভাগ্য সারাজীবনই সেই 'উপেন'। ধরণীর বুকে বাসা, থাকুক না মনে মনে আশা; আশা নিয়ে বস্তিতে, রেলস্টেশনে, তীর ভাঙ্গা নদীর পাড়ে,প্লাস্টিকের ছাউনিতে ফুটপাত-সংসার, বেনিয়ারা হোমলেসদের নিয়ে করে যায় বাণিজ্য, স্রষ্টার সাধ্য কি ভাঙ্গে এই ব্যূহ?

শিক্ষা : এ যেন সবচাইতে মজা 'শিক্ষা' - ছেলের মাথায় ছটাক মগজ, মেয়ের তারচাইতেও কম; বাড়িতে বাড়িতে ইউনিভার্সিটি, ছাত্রদের নিজের নাম লিখতে বললেও কলম ভেঙ্গে আলুর দম। শিক্ষা একেবারেই নয় মৌলিক অধিকার, এগুলো কারখানা বেনিয়াদের করণিক বানাবার।

ডাক্তার বনাম 'চিকিৎসা' সে তো গলার ফাঁস, এ বিষয়ে বলতে গেলে
পুরোটাই ব্যর্থতার ইতিহাস। সব বয়ান করলে হবে যে রাত কাবার,
বিশ্বজুড়ে চলছে খেলা তোমার আমার দেহ নিয়ে, ব্যাংকভারী হরেক
বেনিয়ার।

নিরাপত্তার সন্ধিবিচ্ছেদ নেই আমার জানা, আজ সাদ্দাম কাল লাদেন তো
পরশু তালেবান, উন্নত বিশ্বের পরিচয়ে তারা বেশুমার অস্ত্র বানান।
সেগুলো বিকোতে দেশে দেশে যুদ্ধের দামামা নানা অজুহাতে তারা প্রতিদিন
বাজান।

এমন আজব দুনিয়ায় মৌলিক অধিকারের গান গাওয়া ভাই একেবারেই বৃথা
যে কোন উপায়ে বাণিজ্য, এটাই আদতে আমাদের বাইবেল কোরআন
গীতা।

(০৭.১২.০৯)

করোটিতে মৃত্যু, ৩৪ বছর

অশ্বক্ষুরের ক্ষীপ্রতায় মৃত্যু নেমে আসে
বলপয়েন্টের টানে লিখা হতে থাকে পূর্বাপর ঘটনা;
চলে ক্রাইম রিপোর্টারের বর্ণনা, জব্বর খবরের স্বাদ পেয়ে
মিডিয়া নেচে উঠে অকৃত্রিম উল্লাসে।

ব্রেকিং নিউজের প্রতি ধাপে লুকানো থাকে অশ্রুসম্ভার
মৃতের খুব কাছে মুখ নিলে জানা যায়
কে কতটা হারিয়েছে, কোন উপত্যকায়
বাঁধা আছে জীবনের তরে চির জাগরূক হাহাকার।

এইসব থেমে যাওয়া হৃৎস্পন্দন অনেকে বলে
মানুষের চোখে আনেনি একটুও জল,
কেউ বলে সব ছিল সময়ের প্রয়োজনে
বিচারের পথ রুদ্ধ করতে কত দুর্জন করেছে কত না ছল!

৩৪বছর করোটিতে মৃত্যুনাদ নিয়ে এই যে পথচলা
সব সয়ে প্রতি প্রাণে ইতিহাসের কথা বলা
সে তো ছিল না সহজ কাজ- মাথার উপরে ঘূর্ণিত আজরাইল
পাশে শিকারী বাজ।

চৈত্র শ্রাবণ বন্দুকের নল, গ্রেনেড ইনডেমনিটি
পিতা কি দিয়েছেন কি দেননি তার খুঁটিনাটি
বুকে কারবালার কঙ্কালবাসর, তবু নয় প্রতিশোধ প্রতিহিংসার হুংকার
সব সরিয়ে নিয়মেই বিচার-আচার।

এখন শুধু জল ধুয়ে যাওয়া চোখের ভিটায় অপেক্ষার কুয়াশা প্রহর
করোটিতে মৃত্যু আজ ৩৪ বছর, স্বপ্ন ফাঁসীর দড়িতে দুলছে দেহ
খুনি তোর।

(১৬.১২.০৯)

সবুজ বেষ্টনীর অপমৃত্যু ও 'মাথাই' নারীর খোঁজ

সিডরে যখন বয়স্ক বৃক্ষেরা মৃত্যু বরণ করেছিলো
আমরা শোক করেছিলাম।
আহা, আমাদের প্রিয় গাছগুলো!
পত্রিকার খবরে নড়েচড়ে বসি -
চকমক হলিউডের ঝকঝকে তারকা রিচার্ড গেরে*
তার নিজের আঙ্গিনায় থাকা দেড়শ গাছ কেটে ফেলেছেন।
তিনিও শোক করেছেন পঞ্চাশ হাজার ডলার
আক্কেল সেলামি দিয়ে।
আমার এ বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে

কিন্তু ফুরসত কই! সবুজ বৃক্ষরাজির মতো
আমার জীবন নয় তো!
সীতাকুন্ডে সংরক্ষিত সবুজ হত্যা হয়,
টেকনাফ, লাউয়াছড়া, সুন্দরবন, বান্দরবান
হত্যার এই মহোৎসব এড়াতে পারছে না।
সীতাকুন্ডের দু'হাজার গাছের সবুজ রক্তস্রোত আমাকে
বিচলিত করে না।
আমি তুলনামুলক বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠি -
কেউ জরিমানা দেয় হাজার মুঠি আর আমরা জায়গা খালি হয়েছে
এই আনন্দে গোঁফ মুচড়ে শিপ ইয়ার্ডের সম্ভাব্য বেনিয়াদের সাথে জুটি।
খুব বাড়ছে শিল্পায়ন, তার সাথে পাল্লা দিয়ে নদী ভাঙ্গা মানুষের দল
শূন্য পাড়ে বসে থাকে সোহাগী নারী প্রকৃতি বাঁচানোর আবেগ নিয়ে -
আমরা খুঁজে বেড়াই "মাথাই"** নামক দুর্লভ উপল,
মেয়ে তুমি কি "ওয়ানগারি মাথাই" হবে?

(১৬.১২.০৯)

* রিচার্ড গের "প্রিটিওম্যান" খ্যাত হলিউড তারকা
** ওয়ানগারি মাথাই (http://nobelprizes.com/ WANGARI MAATHAI) ২০০৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত আফ্রিকান নারী। কেনিয়ার উজাড় হয়ে যাওয়া বনাঞ্চল বাঁচাতে তাঁর অবদান তাঁকে এনে দেয় নোবেল শান্তি পুরস্কার।

দশ বছর সময়টা শুনতে খুব বেশি কিছু মনে হয় না। কিন্তু একজন লেখক বা কবি যাই বলি তার জন্যে অনেক সময়। এবং এ দশ বছর একটানা লিখে যাওয়া কম কৃতিত্বের নয়। আফসানা **কিশোয়ার**, সেভাবেই আছেন লিখালিখির জগতে বিরাজমান গত দশ বছর ধরে। পদ্য তাঁর প্রিয় মাধ্যম। কিন্তু গদ্যেও তিনি সমান সাবলীল ।

৮মার্চ ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী আফসানা তাঁর প্রিয় মাধ্যম কবিতাতেই নিজেকে প্রকাশ করার প্রয়াস পেলেন আরও একবার তাঁর সপ্তম কাব্যগ্রন্থ **“করোটিতে মৃত্যু”র** মাধ্যমে।

কবির জীবিকার নাড়ি বাঁধা একটি বেসরকারী ব্যাংকের সাথে।

প্রকাশিত বই :

অ-পরবের দিন	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৯	উৎস প্রকাশন
ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায় আসে না	ফিচার সংকলন একুশে বইমেলা ২০০৮	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
জলপাই, অপছন্দ যে কারণে	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৮	উৎস প্রকাশন
পাল্টায় নারী, বাহারি	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৭	অন্যপ্রকাশ
পাখি ও সম্রাজ্ঞী	গল্পসংকলন একুশে বইমেলা ২০০৭	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
ত্রৈরাশিক	বড়গল্প একুশে বইমেলা ২০০৫	কারসাফ
শব্দোৎসব	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নস্টালজিয়া	ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নিষিদ্ধ ইশতেহার	অণুকাব্যগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
রোজনামচা : ভালোবাসা	কাব্যোপন্যাস মে ২০০৪	শিখা প্রকাশনী

আলাদা করে দিনপঞ্জী লেখার অবকাশ কবির নেই, গত কয়েক বছরের লিখা অনুসরণ করলে সহজেই তা বোঝা যায়। সেই অভাব পূরণ করতেই হয়তো তারিখ দিয়ে কবিতা লিখে রাখছেন কবি। “নব্য জাতে উঠা ফকীরদের...” কবিতাটি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ লিখা। এ দিন আমরা সবাই জানি ভ্যালেন্টাইনস ডে। সেদিন কবি যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হ’ন তাই কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গাত্মকভাবে উঠে এসেছে এ কবিতায়।

‘আমি পলাতক আছি’ পাঠ করলে বুঝে যাই বিডিআর সন্ত্রাস কবিকে কতটা বিপর্যস্ত করেছে, সেই দগদগে স্মৃতি ভুলতে তিনি নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বেড়ান।

প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা এবং উদ্বিগ্নতা কবির এবারকার বই এর অন্যতম বিষয়। বিলম্বিত বর্ষা, অত্যধিক তাপের আক্রমণ, আমাদের ক্রমাগত বৃক্ষহীনতার দিকে ছুটে যাওয়া মনোভাব তাকে যেমন বিষণ্ন করেছে তেমনিভাবে উদ্বিগ্ন ও।

কবির একজন কবির প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ আমাদের বেশ আগ্রহী করে তোলে। তিনি আর কেউ নন জীবনানন্দ। তাঁর মনের মহৌষধ হিসেবে আমরা খুঁজে পাই “জীবনানন্দ”কে।

কর্পোরেট জীবনের ক্রম চলমান যান্ত্রিক এবং অমানবিক সিস্টেমে হাঁপিয়ে উঠে মাঝে মাঝে কবি সেখান থেকে পলায়নের জন্যে পথ খুঁজতে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

সাম্প্রতিক কোন বিষয়ই তাঁর পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা ভেদ করে চলে যায় না। ৩৪ বছর পর “বঙ্গবন্ধু” হত্যার বিচারের রায় উচ্চারিত হলে তিনি নম্র কিন্তু ঋজু ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন তরুণ প্রজন্মের প্রতিভূ হয়ে। প্রতিশোধ নয়,নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অপরাধের বিচার এটাই যে শান্তি প্রিয় নাগরিকের পরম আরাধ্য তা আমরা কবির স্বতন্ত্র উচ্চারণে সহজেই বুঝে যাই।

পুরো বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় বিপজ্জনকভাবে দুলছে তা আজ অধিকাংশ মানুষেরই জ্ঞান গোচর হয়েছে। বাংলাদেশ ও পারছে না প্রকৃতির প্রতি কৃত অত্যাচারের ফলাফলকে অস্বীকার করতে। হলিউডের নামী তারকা রিচার্ড গে’র নিজের আঙ্গিনার গাছ কেটে ফেলে জরিমানা এবং রাষ্ট্রীয় তিরস্কারের সম্মুখীন হন, অন্যদিকে আমাদের দেশের একরের পর একর বনভূমি লোপাট হলেও আমরা নীরব থাকি। প্রকৃতি মাতাকে রক্ষা করতে কেনিয়ার আরেক মা কিভাবে বছরের পর বছর কাজ করেছেন সে উদাহরণে

উদ্দীপ্ত হয়ে আফসানা "ওয়ানগারি মাথাই" এর মতো একজনের আগমন কামনা করেন।
শত হতাশার মাঝেও শেষ পর্যন্ত আশার প্রদীপটুকু জ্বালাতে ভুলেন না কবি। এটাই সমাজের প্রতি সৃষ্টিশীল মানুষের দায়বদ্ধতা।
বিশ্ব উষ্ণায়ন রহিত হবে, পৃথিবী হবে বাসযোগ্য এমন স্বপ্নের আবির মেখে আমরা কবির সাথে করোটিতে জমাট বাঁধা মৃত্যুকে সরিয়ে সবুজে ঘেরা জীবনের গান গাইতে সমাবেশিত হই আরেকবার।

করোটিতে মৃত্যু

আফসানা কিশোয়ার

উৎসর্গ

নারীর হাত ধরে শুরু হয়েছিলো শস্যারতি, সেই নারীদের উত্তরসূরী প্রতিটি নারীকে; যাদের যৌথ প্রচেষ্টা এখনো রুখে দিতে পারে পৃথিবী নামক গ্রহের মৃত্যু - এ আমার পরম বিশ্বাস। অরুন্ধতি রায়, মেধা পাটেকর, ওয়ানগারি মাথাই, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সহ আমার দেশের সেইসব নারীকে যারা সিডর, আইলা - সব সময় প্রকৃতির সাথে লড়ে বেঁচে আছেন।

সূচি

১. ভন্ডামীর বন্দনা
২. বিকল্প পলায়ন
৩. বিস্রস্ত ভাবনার আড়ালে
৪. পতঙ্গ হয়ে ঝাঁপ দেই ভাবসাগরে
৫. হারিয়ে গেল আমার হাতে রাখা তোমার হাত
৬. নব্য জাতে উঠা ফকীরদের ভালোবাসা দিবস
৭. স্পর্শের ছন্দ
৮. আমি পলাতক আছি
৯. ৩১ এর কাঁদুনি...আমার বিষণ্ন জন্মদিন
১০. তোমাকে লিখা আমার মনপত্র, ইসাবেলা
১১. তুমি আমার ভাগ্যে নেই, করতল পঠন শেষে বয়ান, ইসাবেলা
১২. যে আমাকে তুমি ভালোবেসেছিলে
১৩. এই ছোট আত্মাটা
১৪. ষাঁড়ের হাতে ভোকাট্টা লেজ
১৫. দুধগঙ্গা আকাশে ভাবনার ছায়া
১৬. শূন্যতার পথে একধাপ
১৭. বর্তমান-অতীত বা ভবিষ্যতের একটি রাত : 'ভালোবাসা' তোমার গ্রীষ্মতাড়িত করতলে
১৮. পতনের ইতিহাস
১৯. মেপে চলা প্রিয় পদচিহ্নগুলি
২০. তাপ তৈজস. মরুভূ-তে ধূলির শয়ান
২১. বন্ধুর জন্যে তাৎক্ষণিক ছড়া
২২. চিল মন, স্বপ্নের বিকেল, ভাবনার চায়ে ঠান্ডা হাওয়া...এলোমেলো
২৩. বিষণ্নতার পেয়ালায় একচুমুক...
২৪. আমি তোমার নাম লইয়া কান্দি......!
২৫. সামাজিকসম্ভবের সমান
২৬. এখন প্রেম নেই
২৭. অলস আঙ্গুলে অঙ্কুরোদ্গম
২৮. উদ্ধত নির্লজ্জ হলাম, মৃতের পায়ে লজ্জা ভেট্ দিয়ে
২৯. ওপরের খেলা সাঙ্গ হলে, মাছেদের নিরাপদ ঘুম জল
৩০. হ্রস্ব আনন্দের মৃত্যুপ্রবণতা
৩১. কর্পোরেট ত্রাস
৩২. মৃত মানুষের আত্মা হতে
৩৩. মৌলিক অধিকার বনাম বেনিয়া বীজের ব্যূহ
৩৪. করোটিতে মৃত্যু, ৩৪ বছর
৩৫. সবুজ বেষ্টনীর অপমৃত্যু ও 'মাথাই' নারীর খোঁজ